E-CONTENT PREPARED BY

Sri Sujoy Gayen

Assistant Professor

Department of Philosophy

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours/~~Programme~~ (Semester-V) in Philosophy

Name of Course: Socio-Political Philosophy (BAHPHIC501)

Topic of the E-Content: Association and Institution

Quadrant 1: Text

এক বা একাধিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যখন কিছু সংখ্যক মানুষ স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোন দল গঠন করে তখন তাকে বলা হয় 'সংঘ' বা 'সংঘ-সমিতি' (Association)। ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা অনুসারে, 'সংঘ-সমিতি' বলতে বোঝায় এমন এক জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। গিসবার্টও একইভাবে বলেছেন , 'সংঘ-সমিতি হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যেখানে একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সদস্যরা মিলিত হয়'। যেমন, একটি ক্লাব বা সমিতি, চার্চ বা ধর্মীয়-সংগঠন, বিদ্যায়তন ইত্যাদি। সভ্য সমাজে, বিশেষত বয়স্কদের কাছে পরিবার একটি সংঘ-সমিতির ভূমিকা পালন করে এবং শিশুদের কাছে পরিবার একটি সম্প্রদায় , সংঘ-সমিতির নয়। শিশুর কাছে তার পরিবার সম্প্রদায়রূপে গণ্য হলেও বয়স্কদের কাছে তার গ্রাম বা শহর হচ্ছে সম্প্রদায়। কাজেই, 'বর্তমানকালে কোন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতি তা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়'।

অনুষ্ঠান শব্দটি দুটি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে—ব্যাপক অর্থে 'সংগঠনকে' আর সংকীর্ণ অর্থে 'পরিচালনা-ব্যবস্থাকে'। ব্যাপক অর্থে যে কোন সংগঠনকে বা সংঘ-সমিতিকে অনুষ্ঠান-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'সংকীর্ণ

অর্থে 'অনুষ্ঠান' বলতে বোঝায় সেইসব বিশেষ উপায় ও কর্মপ্রণালী যার দ্বারা সংগঠনটি গঠিত হয় । অনুষ্ঠান'কে এভাবে গ্রহণ করলে 'পরিবার', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি সংঘ-সমিতিকে (association) যেমন 'অনুষ্ঠান' (institution) বলতে হয় তেমনি ঐ সব সংঘের কর্মনিয়ম ও কর্মপ্রণালী 'বিবাহ', 'সংবিধান' প্রভৃতিকেও 'অনুষ্ঠান' বলতে হয়। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, "গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠিত যে আকার বা কর্মপ্রণালী তাই হচ্ছে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান'।

যখন আমরা সংগঠিত গোষ্ঠীর চিন্তা করি তখন তা হয় সংঘ-সমিতি, আর যখন গোষ্ঠীর কর্মনীতি ও কর্মপ্রণালীর চিন্তা করি তখন তা হয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। পরিবার, বিদ্যায়তন, গীর্জা বা মন্দির, রাষ্ট্র প্রভৃতিকে যেমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘ-সমিতিরূপে গণ্য করা যায়, তেমনি আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা যায়। পরিবার, বিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা যদি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সংগঠনকে নির্দেশ করা হয় তখন তা হবে সংখ সমিতি , আর যদি ঐসব সংগঠনের কিছু কর্মনীতি ও কর্মপ্রণালীকে বোঝানো হয় তখন তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। তেমনি , 'হাসপাতাল' বলতে যদি ডাক্তার , নার্স ও রুগীদের সম্মিলিত গোষ্ঠীকে বোঝায় তখন তা হবে সংঘ-সমিতি ; আর 'হাসপাতাল' বলতে যদি তার লক্ষ্যসাধনের উপায়রূপে কতকগুলি কর্মনীতি ও কার্যধারাকে বোঝানো হয় , যেমন— পীড়িতের সেবা-শুশ্রষার জন্য ডাক্তার নার্স প্রভৃতির কর্মধারাকে বোঝানো হয় , তখন তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। 'কোন কিছুকে সংঘবদ্ধগোষ্ঠীরূপে গ্রহণ করলে তা হবে সংঘ-সমিতি , আর কর্ম-প্রক্রিয়ারূপে গ্রহণ করলে তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীর সম্মিলিত গোষ্ঠীরূপে 'কলেজ' হচ্ছে সংঘ সমিতি , আর শিক্ষাদানের উপায়গুলিকে 'কলেজ' রূপে গণ্য করলে তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান , অর্থাৎ কলেজের নিয়মাবলী ও কর্মপ্রণালী হচ্ছে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান।[1]

যখন আমরা সংগঠিত গোষ্ঠীর চিন্তা করি তখন তা হয় সংঘ-সমিতি, আর যখন গোষ্ঠীর কর্মনীতি ও কর্মপ্রণালীর চিন্তা করি তখন তা হয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সংঘ-সমিতি ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায় :

(১) সংঘ-সমিতি একপ্রকার মানবগোষ্ঠী আর আনুষ্ঠানিক-ব্যবস্থা ঐ গোষ্ঠীকে সচল রাখে।

(২) সংঘ-সমিতি হচ্ছে সমাজজীবনের উপাদান আর অনুষ্ঠান সেই উপাদানের আকার দেয়।

(৩) সংঘ-সমিতি সমাজের স্থিতিশীল দিক আর অনুষ্ঠান তার গতিশীল দিক।

(৪) সংঘ-সমিতি মাত্রেরই কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই লক্ষ্যলাভের উপায়।

(৫) মানুষ সংঘ সমিতির সদস্য হয় আর অনুষ্ঠান পালন করে।

(৬) আমরা সংঘ-সমিতিতে বসবাস করি আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম করি।

References:

1. R. M. MacIver & C. H. Page : *Society,* Macmillan & CO LTD., London, 1957 Morris Ginsberg : *Sociology,* Oxford University Press, 1950
2. P. Gisbert *: Fundamentals of Sociology,* Oriental Longmans Private Ltd. 1959, Calcutta 13
3. *সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন,* সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিণ্ডিকেট পিভিটি, ২০১৬।

[1] cf *সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন,* সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিণ্ডিকেট পিভিটি, ২০১৬।